বাংলার লোকসংস্কৃতি

ঐতিহ্য ও রূপান্তর

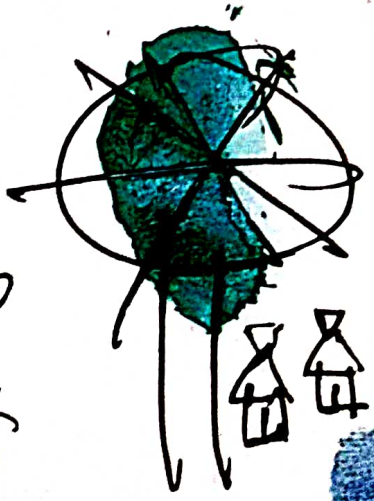

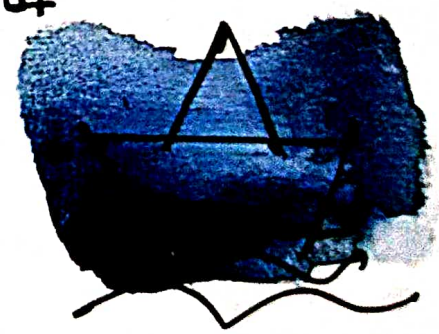

সম্পাদনা

ড পিন্টু রায়চৌধুরী

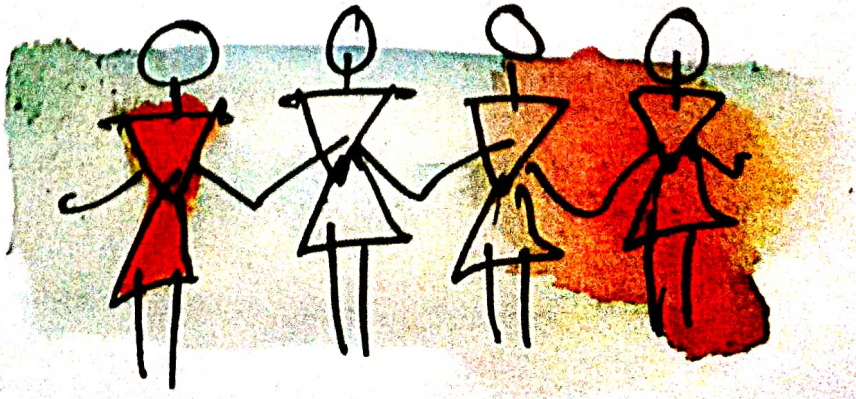

BANGLAR LOKSANSKRITI: AITIHYA O RUPANTAR
Editor– Pintu Roychoudhary

ISBN: 978-93-93534-16-3

© মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহানিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০২৩

প্রকাশক
অক্ষরযাত্রা প্রকাশন
আনন্দগোপাল হালদার
৭২ দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলি ৭১২২৩৩
মোবাইল: +৯১ ৯৪৭৪৯০৭৩০৭
ই-মেল: aksharyatrabook@gmail.com

বর্ণবিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রণ
জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল

বিনিময়
ছয়শত টাকা

মুখবন্ধ

লোকসংস্কৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে বিদ্যমান। একদা, চর্যাপদে বর্ণিত জীবন বিশ্লেষণে বুদ্ধ নাটকের অভিনয় দেখা যায় "নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই"। পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসের রামী, মঙ্গলকাব্যের মনসা, চণ্ডীমঙ্গলের শিব-শিবানী, দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু, ঈশ্বরী পাটনী, পূর্ববঙ্গীয় গীতিকার সাধারণ নর-নারী, এরা সকলেই সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকসাহিত্যের কথা উঠলে অনেকেই ভাবেন দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের রচিত সাহিত্য ধারার কথা। আসলে লোকসংস্কৃতির বিস্তৃতি ও প্রেক্ষাপটকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না-করার ফলশ্রুতি এই খণ্ডিত বা দ্বিজাতি তত্ত্ব। চর্যার কাল থেকে অপসারিত হয়ে, বর্তমান কালে প্রযুক্তির নবযুগে এসেছি আমরা। তবুও মানবজীবন প্রতিনিয়ত বৈষম্য আর আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। একমাত্র লোকসংস্কৃতি চর্চাই পারে প্রতিটি জাতিকে তার অস্তিত্বের আত্মগৌরব ফিরিয়ে দিতে। বিখ্যাত লোকসাহিত্য-গবেষক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের মতে— "বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি। তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকেও আমাদের মনে হয় না যে এখানে কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।"

আদিম সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকেই লোকসাহিত্যের উৎপত্তি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে বলেন— "সব উপরে হিন্দু অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিকী, এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তার ওপর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারও তলায় অন্যব্রতদের এইসব ব্রত একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে।" লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত 'লোক' বলতে কোনো একজন মানুষ নয়, একদল মানুষ বোঝায়। এই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একত্রে বসবাস করে। তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি জীবনসংলগ্ন সমস্ত কিছুকে নিয়েই লোকজীবনের ধারা বহমান। অন্যদিকে 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ইত্যাদির যোগ নিবিড়। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে লোকসংস্কৃতির বিস্তৃতি বা পরিধি রেখাটি যত বড়োই হোক না কেন; তা বিশ্ববাসীর স্বাভাবিক মানববন্ধনশৃঙ্খলে আবদ্ধ।

১৮৪৬ সালে লোকসংস্কৃতি বলতে বোঝাত 'Popular Antiquity' এবং লোকসাহিত্য বলতে বোঝাত 'Popular Literature', ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড টেলার লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। যে-কোনো সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান মেরুদণ্ড হল শিল্প, ভাস্কর্য এবং সাহিত্য। স্বভাবতই, আপামর বাঙালি জাতির কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব বিচারে বাংলা ভাষায় রচিত সব ধরনের সাহিত্যই জনগণের সম্পদ।

কিন্তু গোষ্ঠীচেতনার রসে জারিত হয়ে মানুষের মধ্যে যখন তা অনুসৃত হয়, তখনই তার মধ্যে লোকসাহিত্যের গুণাবলী প্রকট হয়ে ওঠে।

প্রাচীনকালে এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থটি। পয়ার ছন্দে সরস কাহিনি বর্ণনার ধারায় পরবর্তীকালে বিচিত্র আঙ্গিকে অজস্র গ্রাম্য সংগীত রচিত হয়। কীর্তনের তালে তালে পরবর্তীকালে ঝুমুর গান, ঘাটুগান, ভাদুগান, বারোমাসি, মালসি, আলকাপ, গম্ভীরা, ভাটিয়ালি, জরীগান, ধামালি, সারী, মুর্শিদী, টুসু, গীতিকা, কবিগান, তরজা ইত্যাদি লোক সংগীতগুলি আবিষ্কৃত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের নতুন ধারায় শ্যামাসংগীতগুলি বাঙালি জনসাধারণের মনে চিরন্তন জায়গা করে নেয়। এই সময় গানের মধ্যে ছড়ার ব্যবহার বাংলার লোকসাহিত্যকে যথেষ্ট পুষ্টি দান করেছিল। পটুয়া সংগীত, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, মেয়েলি ছড়া ও ব্রত পাঁচালীর জনপ্রিয়তা সকলেই জানেন। বাংলার লোকসাহিত্যে লোকগান, ব্রত ও ছড়ার মতোই বিশেষ গুরুত্ব পায় বিভিন্ন লোককাহিনি, লোকযান এবং লোকশিল্পগুলি।

ষোড়শ শতকের পূর্বে বাংলার লোককাহিনিগুলি তৈরি হতো মানুষের মুখে মুখে। রেভারেন্ট লালবিহারী দে তাঁর 'Folk tales of Bengal' গ্রন্থ প্রকাশ করার পর পাশ্চাত্য শিক্ষিত মানুষের সামনে এর গুরুত্ব প্রকাশ পায়। লালবিহারী দে'র পরে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের লেখনীর জাদুস্পর্শে লোকসাহিত্য জনপ্রিয়তা পায়। ড.দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর অভিমতে বলেছিলেন— "দক্ষিণারঞ্জনবাবুর 'ঠাকুরদা' ও 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গল্পের ভেতর কোন বৈদেশিক ছায়া নেই এ আমাদের একেবারে খাঁটি দেশি সাহিত্য।" বাংলার লোককাহিনিগুলির মধ্যে 'ফকিরচাঁদ', 'বিহঙ্গম-বিহঙ্গমি', 'কাঞ্চনমালা', 'শঙ্খমালা', 'পুষ্পমালা', 'মালঞ্চমালা', 'সখিসোনা' প্রভৃতি গল্প এখনও বাঙালির মন প্রাণ জুড়ে বিরাজ করে। আমাদের প্রাচীন মঙ্গল কাব্যগুলিতে লোকসাহিত্যের অজস্র উপাদান ছড়িয়ে আছে। বাঙালির নিজস্ব সম্পদ খুঁজতে গেলে লোকসাহিত্যের ভেতর নিঃসংশয়ে ডুব দিতে হবে।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লোকসাহিত্যের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তিনি নিজে এত বড়ো সাহিত্যস্রষ্টা হয়েও তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে কেবলমাত্র সংগৃহীত মৌখিক সাহিত্যগুলিকে সংযুক্ত করেছেন। কোথাও 'ছেলে ভুলানো ছড়া'য় বা 'গ্রাম্য সাহিত্যে'র অন্তর্গত অমার্জিত সাহিত্য সংগ্রহে নিজস্ব ভাবনা ও শৈলীর সংযোজনা করেননি। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন লোকসাহিত্যগুলি মার্জিত না হলেও; সহজ সরল ভাষায় মনের আনন্দে লেখা, অপরিসীম জীবন রসে ভরপুর। বাংলা ছড়া ও লোকগানগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে মনে হয়েছিল 'জাতীয় সম্পত্তি'। বাস্তবিক, এই মমত্ববোধ নিয়ে দেখলেই লোকসাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'Rabindranath on Bengal' 'Folk Literature' নামক একটি বক্তৃতায় বলেছেন— "Rabindranath Tagore was universal because

he was regional– he had touched the universal concrete and by sending his creative roots deep down in the soul of Bengal– the poet had effected contact with perennial springs of inspiration. Bengal's customs and folk-lore– her mythologics and her beautiful old crafts Bengal's songs sang by her boatman and tillers of the soil– the old and vital words that are still used by the peasants– entered into the heart of his verse. His songs are resonants with folk tunes– and folk rhymes just as poetry is filled with poetry of common life."

বাংলার মাটিতে বাঙালি জাতির ইতিহাস খুবই সু-প্রাচীন। সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতির অবদান ভারতের অন্যান্য প্রথম সারির জাতিগুলির সঙ্গে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বাঙালি সংস্কৃতির মাহাত্ম্য আজ বিশ্বের দরবারে প্রমাণিত সত্য। এই সংস্কৃতির প্রতিটি শিরায় শিরায় বাংলা ভাষার আনন্দলহরী বয়ে চলেছে। একদা আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার অনার্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধ্যমে বাঙালির রীতি, নীতি, সংস্কার দৃঢ় হয়েছিল। বাঙালি তার সরল ও মৃদু স্বভাবের কারণে বহুবার বৈদেশিক জাতির দ্বারা আক্রান্ত হলেও নিজের সংস্কৃতিকে বিসর্জন দেয়নি। বাংলার মাটিতে গঙ্গা ও সাগর মিলিত হয়ে যেমন মহাতীর্থ হয়েছে তেমনি বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলনে ধর্ম-সাহিত্য-দর্শন মিলে মানব জীবনের সংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে। এই বিস্তৃত সংস্কৃতির মধ্যে যেমন নাগরিক শিক্ষিতজনেরা আছেন; তেমনি আছেন অসংখ্য গ্রাম্য সাধারণ নর-নারী। তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, খাদ্য, পরিধেয়, শিল্প, সংস্কৃতিকে একবিংশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়োজনে আমাদের এই গ্রন্থের অবতারণা।

গ্রন্থনাম নির্বাচিত করা হয়েছে 'বাংলার লোকসংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও রূপান্তর'। আসলে বিস্তৃত বাঙালি জীবনের বহমানতায় যে লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য আছে, তার পাশাপাশি আধুনিক কালানুসারী রূপান্তরগুলিকে একত্রে দেখানোর বাসনা থেকেই বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা। আমার এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, তৎসহ মাননীয় অধ্যক্ষ ড. স্বপন কুমার মিশ্রের অবদান অনস্বীকার্য। এই কলেজের অর্থানুকূল্যেই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হল; এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের এই গ্রন্থে তাঁর মৌলিক ভাবনা ব্যক্ত করে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন, যা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে এককথায় সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান যুগে সম্পূর্ণ 'ভার্চুয়াল' পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে উঠেছি আমরা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতা থেকে বাংলার লোক-সংস্কৃতির পাঠ আবশ্যিক। আমাদের এই গ্রন্থ অনেক বিশেষজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক, প্রাজ্ঞ লেখক, অধ্যাপক এবং গবেষকের দ্বারা রচিত মোট বিয়াল্লিশটি প্রবন্ধের একত্র সহাবস্থান। বাংলার লোকসংস্কৃতি আলোচনায় বর্তমান পূর্ব-বাংলার কয়েকজন অধ্যাপক এবং গবেষকের ভাবনাচিন্তাও এই গ্রন্থে সংযুক্ত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে চেষ্টা করেছি একটি স্বাস্থ্যকর গ্রন্থ প্রকাশ করার।

তথাপি যান্ত্রিক কারণে যে-কোন প্রকার ছাপার ভ্রান্তি পাঠক নিজ গুনে ক্ষমা করবেন, এই আশা রাখি।

পরিশেষে এ কথা না-বললেই নয়; মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন নির্নায়ক কমিটি এবং ন্যাক কমিটির তাগিদ ছাড়া এই কর্মযজ্ঞে সফল হবার সাহস আমি কখনোই দেখাতে পারতাম না। আর একজনের কথা বলতেই হয়; তার নাম আনন্দগোপাল হালদার। তিনি নিজে এই গ্রন্থের প্রকাশক হলেও বিভিন্ন বিষয়ে আমাকে সর্বদাই যথাযোগ্য সাহায্য করেছেন এবং সুসম্পাদনা করার তাগিদও জুগিয়েছেন নিরন্তর। অনেক সময় আমাদের স্নাতকোত্তর (বাংলা) বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও গ্রন্থের প্রুফ দেখে আমাকে সবিশেষ সহযোগিতা করেছে। তাদেরকেও আমার পক্ষ থেকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ। সকলের মিলিত প্রয়াসে 'বাংলার লোকসংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও রূপান্তর' নামাঙ্কিত গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পেরে আমি সততই আপ্লুত এবং আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী
সহকারী অধ্যাপক
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

মার্চ, ২০২৩
মুগবেড়িয়া, ভূপতিনগর

সূচিপত্র

মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি: ঐতিহ্য ও সম্ভাবনা	১১	স্বপন কুমার মিশ্র
বাংলা ছড়ায় জীবিকা প্রসঙ্গ	১৪	বরুণকুমার চক্রবর্তী
আধুনিক প্রযুক্তি, লোকসংস্কৃতি ও আমাদের দায়িত্ব	২৬	সনৎকুমার নস্কর
পশ্চিম সীমান্তবঙ্গের খাড়িয়া জাতি ও তাদের ভাষা 'খাড়িয়া ঠার'	৩৯	ছন্দা ঘোষাল
বিবেকচেতনায় শিকড়ের টান	৪৬	মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসঙ্গ টুসুগীত: প্রেক্ষিত ও পরিচয়	৫৩	বিনয়কুমার মাহাতা
বাঁধনা পরবের রীতি-নীতি	৫৮	জহরলাল মাহাত
বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোকসাহিত্যের সূত্র প্রয়োগ	৭০	পিন্টু রায়চৌধুরী
বীরভূম জেলার লোকসংস্কৃতি: আর্থ-সামাজিক চিত্র	৯৭	জ্যোতি মিত্র
দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের কৃষি: উৎপাদন ও উপকরণ	১১০	সনাতন অধিকারী
প্রাচীন ভারতীয় লোকসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন	১১৯	চন্দন নাড়ু
পুরাতাত্ত্বিক শিল্প-সংস্কৃতিতে নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থান	১২৪	কৃষ্ণবন্ধু দাস
বঙ্গীয় প্রবাদ-প্রবচনে নারীমনস্তত্ত্ব: প্রেক্ষিত ও প্রয়োগ	১২৮	রাজেশ খান
রহু চণ্ডালের হাড় ও লোককথার নির্মাণ-সম্ভাবনা	১৩৬	অর্পিতা চক্রবর্তী
গীতিকায় নারী	১৪৭	শামস্ আলদীন
চুয়াডাঙা জেলার লোকসংস্কার-লোকাচার	১৬৭	মোঃ আব্দুর রশীদ
মুসলমানী পুথিসাহিত্যে লোককথা	১৭২	আব্দুল খায়ের সেখ
লুপ্তপ্রায় লোকনাট্য 'নন্দনাচ'	১৭৭	শ্যামল বেরা
আলকাপ ও বোলানকথা	১৮৯	অমল মোদক
'বারজন' সংস্কৃতি	২০৯	অজিত ত্রিবেদী
পুতুলের সাতকাহন	২২১	শান্তা চক্রবর্তী
রাঢ়-বাংলার মহড়ানাচে নাটুয়া পুরুষনৃত্য ও শিল্পীসমাজ	২২৫	দেবলীনা দেবনাথ
চোরে-কামারে	২৩১	নবকুমার দুয়ারী
আলপনার উৎস সন্ধানে	২৩৫	তুহিনময় ছাটুই
গাভিকেন্দ্রিক পল্লীগানে তত্ত্ব ও জীবনদর্শন	২৪০	তপন দাস
পূজার নেপথ্যে কৃষি-সংস্কৃতি	২৪৯	প্রদীপ্ত সামন্ত
আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বাংলা লোকসংগীত	২৫৪	নীলকমল বাগুই
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও লোকসংস্কৃতি	২৬১	অমৃতা মিশ্র

বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোকসাহিত্যের সূত্র প্রয়োগ

পিন্টু রায়চৌধুরী

সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে-ধারাটির সঙ্গে লোকজীবনের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল; তা অবশ্যই মঙ্গলকাব্য। কালের বিচারে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলকাব্য শাখার বিস্তার। তবে এর পটভূমি নির্মাণে প্রাচীন পুরাণ থেকে শুরু করে লোককথা, ব্রতকথা এমনকি আধুনিক যুগের কিছু কিছু সাহিত্য-লক্ষণেরও সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায় এ কথা সত্য। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন মিশ্র লক্ষণকে আশ্রয় করে এর গঠনগত অবয়বটি গড়ে উঠলেও, সাধারণভাবে বলতে হয় মঙ্গলকাব্য মূলত লৌকিক জীবনাশ্রয়ী।

পার্থিব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। সেই জন্যই মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারে লোকজ রীতি-নীতি-সংস্কারের ধারণা এত প্রবল। বিশেষ করে গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, গর্ভ বর্ণনা, বিবাহাচার, দাম্পত্য কলহ, জন্মান্তরবাদ, বিভিন্ন বস্তু-তালিকা, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, নারীর সতীত্ব, বারোমাস্যা বর্ণনা, এমনকি দেবীর বৃদ্ধাবেশ ধারণ তথা রূপ পরিবর্তনের মতো অলৌকিক গল্প বর্ণনার দৃশ্যগুলি যা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম আকর্ষণ; এর সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিকতার সম্পর্ক। সমাজবদ্ধ সম্পর্ককে নিয়েই গড়ে উঠেছে গোটা মঙ্গলকাব্যের কাহিনি, তাকে সংস্কারে লালন করে আসছে সাধারণ জনসমাজ। নদীর ধারার মতো বহমান সেই জনসমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বাদ দিয়ে মঙ্গলকাব্যের সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। তাই আমাদের যাবতীয় আলোচনার কেন্দ্রে লোকজীবনের গর্ভজাত অভিপ্রায়গুলিকে ধরতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে এসে পড়ে লোককথার একাধিক প্রসঙ্গ।

মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে লোককথার যোগ অন্তরের। আসলে লোকজীবনের উৎস থেকেই পার্থিব কামনা-বাসনার প্রতিফলন স্বরূপ লোককথা ও মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা বিশিষ্ট লোকসাহিত্য গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় মনে করতেন:

> লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র ওপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে।

মৌখিক সাহিত্যের পরিণত লেখ্যরূপ বলেই, মঙ্গলকাব্যে বিস্তৃত লোকজীবনের প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যমান। একমাত্র দেব-দেবীর অলৌকিক কার্যকলাপ বাদ দিলে বাস্তব জীবন জটিলতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বাংলা মঙ্গলকাব্যেই প্রথম বিস্তারিতভাবে ধরা পড়ে।

স্বভাবতই জীবনের দাবি মেটাতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যের পরিসর হয়ে পড়ে বহুমুখী ও বৃহৎ; সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু, বন্ধুত্ব থেকে শত্রুতা, সংসারজীবন থেকে সাংসারিক বিচ্ছেদ, বিবাহ, বৈধব্য, সতীনসমস্যা, অলৌকিক বিশ্বাস, যুদ্ধ বর্ণনা, বিভিন্ন বস্তুর দীর্ঘ

তালিকা বর্ণনা, স্থান-নামের উল্লেখ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সহাবস্থান কাহিনির গঠনরূপকে অনেকটাই জটিল করে তোলে। এমতাবস্থায়, বিশ্বের লোককাহিনিতে প্রযুক্ত রূপতাত্ত্বিক সূত্র প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারাই মঙ্গলকাব্যের যথার্থ গঠনগত বিশ্লেষণ করা সম্ভব। কারণ লোকজীবনকেন্দ্রিক বিশাল গতিময় বিষয়ের চর্চা আর বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি উভয়ই সমধর্মী।

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে, বিশ্বের যে-কোনো লোককাহিনিকে একাধিক যুক্তিসঙ্গত ভাগে ভেঙে নিয়ে তারপর কাহিনির অন্তর্গত ক্রিয়াশীলতার মধ্যে মিলযুক্ত অংশকে খুঁজে বের করাই প্রধান রীতি। পাশ্চাত্য লোকসাহিত্য গবেষকরা এই কাজটিকে নিপুণ যুক্তি সহকারে করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম অ্যান্টি আর্নে, স্টিথ টমসন, ভ্লাদিমির জে. প্রপ, লেভি, স্ট্রস, অ্যালান ডানডেস্, রঁল্যা বার্তে এবং আরও অনেকে। তাঁদের সকলের আলোচনার নির্যাসটুকু আসলে একটি অভিন্ন সংগঠনতত্ত্বের সারাৎসার। পারস্পরিক আলোচনার সূত্রে বোঝা যায়, কোনো বিশ্লেষক কারও মতামতকে উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চাননি; তুলনায় সকলেই চেষ্টা করেছেন রূপতাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রগুলোকে আরও উন্নত ও সরলভাবে সাজিয়ে ভবিষ্যৎ আলোচনার পথকে সুগম করতে। বর্তমান নিবন্ধে বাংলা মঙ্গলকাব্যে লোককথার সূত্র প্রয়োগ করে, আমরা পূর্বোক্ত গবেষকদের সেই প্রচেষ্টাকেই আরও একধাপ এগিয়ে দেবার প্রয়াস করব।

গঠনগত বিশ্লেষণের সূত্র অনুযায়ী লোককথার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পুরোনো পদ্ধতি হল ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি, যেপথ ধরে দেখা দিল 'টাইপ' ও 'মোটিফ' বিচার পদ্ধতি। দেশ-কাল ও সমাজ নিরপেক্ষভাবে যে-কোনো লোককাহিনির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে গেলে সবার প্রথমে প্রয়োজন 'টাইপ' ও 'মোটিফ' চিহ্নিত করা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বুঝে নেওয়া উচিত 'টাইপ' ও 'মোটিফ' আসলে কী?

সংক্ষেপে বলা চলে, যে-কোনো কাহিনির মূল বা কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় হল 'টাইপ' এবং কাহিনির অন্তর্গত ছোট ছোট অসংখ্য অভিপ্রায়গুলি হল 'মোটিফ'। টাইপ ইনডেক্স প্রবক্তা অ্যান্টি আর্নের মতে একটি গল্পের মূল আধার স্বরূপ যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এক মেজাজ ফুটে ওঠে, সেটাই টাইপ। কিন্তু টাইপ সূচির মধ্যে গল্পের সম্পূর্ণ যাত্রাপথের বা বাঁকের হদিশ মেলে না, তার জন্য আমাদের মোটিফের দ্বারস্থ হতে হয়। মোটিফ ইনডেক্স প্রবক্তা স্টিথ টমসনের মতে— লোককথাকে ভাঙলে তার একাধিক কাহিনি অংশ পাওয়া যায়, সেই ছোট ছোট অংশ বা অভিপ্রায়গুলিকে মোটিফ বলা চলে। অনেকগুলি মোটিফের সুসজ্জিত বিন্যাসে একটি গল্প গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি লোককাহিনির বিশ্লেষণ নিচে করা হল—

১ নং কাহিনি

পাঁচ ভাই এক বোন। বোন শাক কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে ফেলল। রক্তমাখা রান্না শাক খেয়ে পাঁচ ভাই খুব খুশি। তারা বোনের মাংস খেতে চাইল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে তারা তীর ধনুক দিয়ে বোনকে মেরে ফেলল। চার ভাই বোনের মাংস খেল, ছোটো ভাই

তার ভাগের মাংস মাটিতে পুঁতে দিল। সেখানে হল এক চাঁপা ফুলের গাছ। শ্বশুর সব জেনে চার ভাইকে পাষাণ করে দিল। (বাংলার লোক-সাহিত্য, চতুর্থ খণ্ড, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৬, ক্যালকাটা বুক হাউস, পৃ. ৬৫৯-৬৬০)

১নং কাহিনিতে মোটিফ:

১. ডি ২১২ রূপ পরিবর্তন: মানুষ থেকে ফুল
২. ই ৫২ যাদুবলে পুনর্জীবন লাভ
৩. কে ২২১১ বিশ্বাসঘাতক ভাইয়েরা
৪. পি ২৫৩ ভাই ও বোন

২নং কাহিনি

গরিব ভাইবোন ছাগল চরিয়ে খায়। রাজার বাড়ির ফুল তুলতে গিয়ে রাজপুত্রের সঙ্গে বোনের বিয়ে হল। শাশুড়ি দেখতে পারে না বউকে, রোজ সাপ রান্না করে খাওয়ায়। বউ সাপ হয়ে গেল। সে এক বাঁধের ধারে চলে গেল। ভাই থাকে পাড়ে, সে থাকে জলে। সাপের এক ছেলে হল, ছেলে থাকে ভাইয়ের কাছে। রাজপুত্র খোঁজ পেয়ে সাপের খোলস থেকে বউকে উদ্ধার করল। শেষে মাকে গর্তে পুঁতে ফেলল। (ঐ, পৃ. ৬৬১-৬৬২)

২ নং কাহিনিতে মোটিফ:

১. ডি ১৯১	রূপ পরিবর্তন: মানুষ থেকে সাপ
২. এল ১১১.৪.২	পিতৃমাতৃহীন নায়িকা
৩. আর ১৫১.৪	স্বামী হারিয়ে-যাওয়া বউকে উদ্ধার করে
৪. এস ৫১	নিষ্ঠুর শাশুড়ি

৩ নং কাহিনি

বামুনের মেয়েরা নদীতে স্নান করতে যায়। এক বানর পাড়ে রাখা কাপড় নিয়ে গাছে চড়ে। তারা কাপড় ফেরত চায়। বানর কাপড় দেবে যদি ছোটো বোনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বানরের সঙ্গে ছোট বোনের বিয়ে হয়। বানর বউকে নিয়ে পথ হাঁটে। সাত রাজার দেশ পেরিয়ে আমপাতায় ছাওয়া ঘরের পাশে এল। বানর রাতে মানুষ হয়, দিনে বানর। বউ একদিন বানরের খোলস পুড়িয়ে দিল। (ঐ, পৃ. ৭০৭-৭০৮)

৩ নং কাহিনিতে মোটিফ:

১. বি. ২১১.২.১০	কথাবলা বানর
২. ডি ৬২১.১	দিনে পশু রাতে মানুষ
৩. ডি ৭২১.৩	যাদুমুক্ত করতে খোলস পুড়িয়ে ফেলা

৪ নং কাহিনি

এক ছিল ব্যাধ আর তার বউ। একদিন ব্যাধের ফাঁদে পড়ল সুন্দর কথাবলা এক হীরামন পাখি। রাজার কাছে বিক্রি করতে গেলে পাখি তার দাম বলল দশ হাজার টাকা। রাজা পাখি কিনলেন। রাজার ছয় রানি। রাজা পাখিকে খুব ভালোবাসেন বলে রানিদের খুব হিংসে। রানিরা তাকে মারতে গেলে সে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এক সুন্দরীর প্রশংসা করে উড়ে পালিয়ে গেল। রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এলে পাখি আবার এল। পক্ষিরাজে চেপে রাজা ও হীরামন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে গেলেন। অনেক বাঁধা পেরিয়ে হীরামনের সাহায্যে সেই সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে রাজা দেশে ফিরে এলেন।

(দ্য স্টোরি অব হীরামন, পৃ. ২০৯-২১৯)

৪ নং কাহিনিতে মোটিফ:

১. বি ১৪৩ জ্ঞানী পাখি
২. বি ২১১.৩ কথাবলা পাখি
৩. বি ৩৩৫.৩ শত্রু উপকারী পশুকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়
৪. টি ২৫৭.১১ রাজা পাখিকে বেশি ভালোবাসেন বলে রানিরা হিংসে করে

উপরিবর্ণিত ১ থেকে ৪ নং গল্পে বিভিন্ন সংখ্যাচিহ্নিত মোটিফগুলির পারস্পরিক বিন্যাসে কাহিনির তারতম্য চিহ্নিত করা যায়। এভাবেই এক একটি মঙ্গলকাহিনি গড়ে ওঠে ভিন্ন ভিন্ন মোটিফের সহাবস্থানে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচয়িতা শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যে লোককথার সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে এই মোটিফগুলিকেই খুঁজে বের করার প্রয়াস করেছেন। (দ্রষ্টব্য, 'লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য' বিষয়ক আলোচনা। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, দশম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২, পৃষ্ঠা: ১২১-২৭)। যদিও প্রধান তিন ধারার মঙ্গলকাহিনিকে পাশাপাশি রেখে সুসজ্জিত মোটিফ বিন্যাসের কাজটি অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজে না-করে পরবর্তী গবেষকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা সেই কাজটিকেই পরিকল্পিতভাবে করার পাশাপাশি বাংলা মঙ্গলকাব্যের বেশকিছু আবশ্যিক মোটিফের অনুসন্ধান করব।

এক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো যে, আমাদের এই রচনার উদ্দেশ্য কখনই বাংলা মঙ্গলকাব্যের মোটিফ অনুসন্ধান নয়। এমন আলোচনা ইতিপূর্বে বহুবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিকের রচনায় উঠে এসেছে। আমরা কেবল এই পদ্ধতির সুসজ্জিত প্রয়োগ কৌশলটিকেই বোঝবার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের মতো বহুমুখী জটিল কাহিনি ধারাকে একটি নির্দিষ্ট সূত্রে গেঁথে নিয়ে, এর অন্তর্গত সাংগঠনিক পরিকাঠামোর চমৎকারিত্ব আবিষ্কার করব।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছুর সূত্র আবিষ্কার করতে হলে তার বাহ্যিক পরিধিকে চিহ্নিত করা প্রথম কাজ। পরবর্তী পদক্ষেপ অভ্যন্তরীণ বিচার-বিশ্লেষণ, ঠিক একইরকমভাবে আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন প্রধান তিন ধারার মঙ্গলকাহিনির উল্লেখ। এরপর সেই তিন

প্রকার কাহিনির অভ্যন্তরস্থ মোটিফ আবিষ্কার করে তার সুসজ্জিত বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলা মঙ্গলকাব্যের নির্দিষ্ট গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। এই উপলক্ষ্যে তিনপ্রকার মঙ্গলকাহিনির সংক্ষিপ্ত গল্পরূপ প্রথমে উল্লেখ করা হল।

কাহিনি ১

'মনসামঙ্গল'— মা মনসাকে স্বপ্নে দেখে কবি কাব্য লিখতে শুরু করেন এবং কাব্যের শুরুতেই ভবিষ্যতে দেবীর পূজাপ্রাপ্তির পটভূমি রচিত হয়। দেবীর ইচ্ছাতেই চাঁদ সদাগরের জীবনে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ নেমে আসে। এদিকে প্রবল জেদী সদাগরের সঙ্গে দেবী মনসার বিরোধ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে দেবীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে মেনে না-নেওয়ায় চাঁদের ধন-সম্পত্তি ও বাণিজ্যতরী ইত্যাদি ধ্বংস হয়। এমনকি তাঁর ছয় পুত্রেরও অকাল মৃত্যু ঘটে, অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুর পর দৃঢ়চিত্ত চাঁদ বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু দেবীর কৃপায় কনিষ্ঠপুত্র সমেত সকলে প্রাণ ফিরে পেলে পুনর্মিলনের মাধ্যমে কাহিনি শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত মনসার নিজের পূজা পাওয়ার ইচ্ছা চরিতার্থ হয় এবং চাঁদের হাতে পুষ্পাঞ্জলি পান দেবী।

কাহিনি ২

'চণ্ডীমঙ্গল'— মাতৃবেশে আবির্ভূতা দেবী চণ্ডীকে স্বপ্নে দেখে কবি কাব্য লেখা শুরু করেন এবং কাব্যের শুরুতেই ভবিষ্যতে দেবীর পূজাপ্রাপ্তির পটভূমি বর্ণিত হয়। দেবী নিজের ইচ্ছাতেই তাঁর অনুগত ভক্তদের প্রতি কৃপা আর অবাধ্যদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেন। সেই কারণেই কালকেতু, শ্রীমন্ত প্রমুখ দেবীর সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছে অন্যদিকে ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি প্রমুখ বিপর্যয়ের অতলে নিমজ্জিত হয়েছেন। অবশ্য চাতুর্য ও শঠতায় ধনপতি কখনই ভাঁড়ু দত্তের মতো জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। ধনপতির সঙ্গে দেবীর বিরোধ ব্যক্তিত্বের। সে-ক্ষেত্রে দেবীর যেমন ইচ্ছা; মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য ধনপতির কাছ থেকে পূজা নেবেন, তেমনই ধনপতির জেদ এই যে, শিবের ভক্ত বলে তিনি চণ্ডীপূজা দেবেন না। এই কাব্যের প্রথমাংশেই দেখি কালকেতু দেবী চণ্ডীর অনুগত হয়ে সামান্য ব্যাধনন্দন থেকে সৌভাগ্যের শিখরে উঠেছিলেন কিন্তু ধনপতি দেবীকে অগ্রাহ্য করে, তাঁর পূজার ঘটে লাথি মেরে দেবীর কোপে পড়লেন। বাণিজ্য করতে গিয়ে দক্ষিণ পাটনে রাজা সালবানের হাতে বন্দি হলেন। অবশেষে তাঁর একমাত্র পুত্র চণ্ডীর অনুগত ভক্ত শ্রীমন্তের সহযোগিতায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে পুনরায় স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর ধনপতি যখন বুঝতে পারলেন দেবীর কৃপাতেই তাঁর মুক্তি ঘটেছে তখন আর দেবীকে অবজ্ঞা না-করে নিষ্ঠা সহকারে পূজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলেন। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেবীর ইচ্ছাই সার্থকতা লাভ করেছে আলোচ্য কাহিনিতে।

কাহিনি ৩

'ধর্মমঙ্গল'— কাব্যের শুরুতেই লাউসেনের মাধ্যমেই মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার বৃত্তান্ত বর্ণিত। ধর্মের কৃপায় মর্ত্যে রঞ্জাবতীর গর্ভে অলৌকিক উপায়ে বীরপুত্র লাউসেনের জন্ম হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি-বলে অভাবনীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন লাউসেন, বীরত্ব ও সাহসে তাঁর কাছে সকলে পরাস্ত হয়। এদিকে লাউসেনের ক্ষতি কামনা করে তাঁর নিজের মামা মহামদ নানা প্রকার কুৎসিত চাল চাললেও ধর্মের কৃপায় সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠেন লাউসেন। এমনকি গৌড়েশ্বরের রাজসভায় সকলের সামনে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানোর প্রতিশ্রুতিও সফলভাবে পালন করলে মহামদের সামগ্রিক পরাজয় ঘটে। ধর্মঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত লাউসেনের জয় সূচিত হয়। অন্যদিকে অধর্মের পথে চলার জন্য মহামদের পরাজয় ও শাস্তি হয়। কাব্যশেষে ধর্মের কৃপাতেই লাউসেনের গড় আত্মরক্ষার্থে মৃত ব্যক্তিবর্গ সকলে পুনর্জীবন ফিরে পান এবং নিকট জনের সঙ্গে আবার পুনর্মিলন ঘটে। এরপর লাউসেন ধর্মের নির্দেশেই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করে। সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায় সর্বাংশে ধর্মঠাকুরের ইচ্ছাই চরিতার্থ হয়েছে, কেননা লাউসেনের দ্বারাই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রসার লাভ করেছে।

উপরিবর্ণিত তিন ধারায় মঙ্গলকাহিনির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপিত হয়েছে তাকে বলা যায় কাহিনিগুলির বাহ্যিক রূপ। বলাই বাহুল্য এই বাহ্যিক রূপের অন্তরালে অসংখ্য ছোটো ছোটো অভিপ্রায় যুক্ত হয়ে এর অন্তর্গত কাহিনির চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। আমাদের প্রধান কাজ সেই অভিপ্রায় বা মোটিফগুলিকে সর্বপ্রথমে সংগ্রহ করা। এক্ষেত্রে প্রতিটি ধারায় প্রচলিত কবির মূল বা আদর্শ গ্রন্থ পাঠ করে অতি সচেতনভাবে একের পর এক মোটিফগুলিকে সাজাতে হয়। পাশাপাশি প্রত্যেক কাহিনিতে কোন্ মোটিফের পর কোন মোটিফ আসবে তারও একটা নির্দিষ্ট ক্রম গঠন করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে প্রচলিত মঙ্গলকাহিনিগুলির অনুকূলে লোককাহিনির সূত্র আবিষ্কার। ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মনসা, চণ্ডী ও ধর্মমঙ্গলের অভ্যন্তরস্থ মোটিফসূচি প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রবন্ধে স্থানাভাবের বিষয়টিমাথায় রেখে আমরা কেবল তিনটি প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্যের মোটিফসূচি ছকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করলাম। কিন্তু আগ্রহী পাঠক মূল কাহিনির অভ্যন্তরস্থ অভিপ্রায়গুলি (কাহিনির অংশবিশেষ) অবশ্যই বই থেকে দেখে নেবেন। মোটিফসূচি অনুযায়ী মঙ্গলকাব্যের গঠন বিন্যাসটি নিম্নরূপ।

ক. মনসামঙ্গল কাব্যের মোটিফ—

১. মোটিফ: এস ৩১৩ শিশুর অস্বাভাবিক জন্ম-রহস্য ফাঁস।

২. মোটিফ: এফ ১১ আকাশ পথে যাত্রা।

৩. মোটিফ: এ ১৩৬.১৩ বৃষবাহন দেবতা।

৪. মোটিফ: এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৫. মোটিফ: ডি ৬৯০ বার বার রূপ পরিবর্তন
৬. মোটিফ: ডি ১৭১১ যাদুকর।
৭. মোটিফ: টি ৫২ ঘটক।
৮. মোটিফ: ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎ বক্তা।
৯. মোটিফ: টি ১২১ অসম বিয়ে।
১০. মোটিফ: ডি ১৬৫২ ৩.১ কামধেনু।
১১. মোটিফ: এম ৩৪১. ১.১.১ ভবিষ্যৎবাণী, বিয়ের পর মৃত্যু হবে।
১২. মোটিফ: এল ১২ প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্র।
১৩. মোটিফ: সি ৫০ নিষেধাজ্ঞা দেবতাকে বিরূপ করে।
১৪. মোটিফ: সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞাভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
১৫. মোটিফ: এফ ৬১০ অস্বাভাবিক শক্তিমান মানুষ।
১৬. মোটিফ: জেড ৭১.২ সংকেত সংখ্যা, চার।
১৭. মোটিফ: জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা, সাত।
১৮. মোটিফ: সি ৯২১ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।
১৯. মোটিফ: বি ৪৫১.৪ উপকারী কাক।
২০. মোটিফ: ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
২১. মোটিফ: ডি ৯৭৫ যাদু ফুল।
২২. মোটিফ: ই ০ পুনর্জীবন।
২৩. মোটিফ: এল ৪৫১ পুনর্মিলন।
২৪. মোটিফ: এম ৩৬৯২.১ ভাবী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী।
২৫. মোটিফ: এন ৮১০ অলৌকিক সাহায্যকারী।
২৬. মোটিফ: আর ১৫২ বউ স্বামীকে উদ্ধার করে।
২৭. মোটিফ: ডি ১৭১৩ সাধুর যাদুশক্তি।

খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মোটিফ—

১. মোটিফ: ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎ বক্তা।
২. মোটিফ: এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৩. মোটিফ: ডি ৬৯০ বার বার রূপ পরিবর্তন।
৪. মোটিফ: ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
৫. মোটিফ: ২১০০ যাদু সম্পদ।
৬. মোটিফ: কিউ ৪৮৮.২ শাস্তি, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া।
৭. মোটিফ: টি ২৫৭.২ সতীনের প্রতি হিংসে।

৮. মোটিফ: এইচ ১৫৭৩ ধর্মীয় পরীক্ষা।
৯. মোটিফ: সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
১০. মোটিফ: জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা সাত।
১১. মোটিফ: বি ২১১.৩.৪ কথা বলা শুকপাখি।
১২. মোটিফ: ই ০ পুনর্জীবন।
১৩. মোটিফ: এফ ১১ আকাশ পথে যাত্রা।
১৪. মোটিফ: এল ৪৫১ পুনর্মিলন।

গ. ধর্মমঙ্গল কাব্যের মোটিফ—

১. মোটিফ: ডি ১৭১২ ভবিষ্যৎবক্তা।
২. মোটিফ: ডি ৬১০ বারবার রূপ পরিবর্তন।
৩. মোটিফ: এফ ৫৭৫.১ পরম রূপবতী কন্যা।
৪. মোটিফ: টি ৫১১ কিছু খেয়ে গর্ভবতী হওয়া।
৫. মোটিফ: এইচ ১৫৭৩ ধর্মীয় পরীক্ষা।
৬. মোটিফ: ডি ১২৪২.১ যাদু জল।
৭. মোটিফ: ই ০ পুনর্জীবন।
৮. মোটিফ: সি ৯৩০ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
৯. মোটিফ: টি ৫৩ ঘটক।
১০. মোটিফ: জেড ৭১.৯ সংকেত সংখ্যা, তেরো।
১১. মোটিফ: জেড ৭১.৫ সংকেত সংখ্যা, সাত।
১২. মোটিফ: ডি ১৯৬০ যাদু ঘুম।
১৩. মোটিফ: কিউ ৪৮৮.২ শাস্তি, মাথা মুড়িয়ে দেওয়া।
১৪. মোটিফ: বি ২১১.৩৪ কথাবলা শুকপাখি।
১৫. মোটিফ: কিউ ২২০ অধর্মের শাস্তি।
১৬. মোটিফ: কিউ ২০ ধর্মানুরাগের পুরস্কার।
১৭. মোটিফ: সি ৩৪৫ বিবাহ।
১৮. মোটিফ: টি ২৫৭.২ সতীনের প্রতি হিংসে।
১৯. মোটিফ: বি ২৪০.৫ বাঘ।
২০. মোটিফ: কে ৩০০.১ চোর।

কাহিনির ক্রম অনুসারে উল্লেখিত ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত মঙ্গলকাব্যে নির্দিষ্ট কিছু মোটিফ-সূচির ব্যবহার স্পষ্টতই কাব্যটির সংরূপগত পার্থক্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। আলোচনার সুবিধার জন্য উল্লেখিত ছকে মোটিফসূচির যে সংক্ষিপ্ত বিভাজন করা হয়েছে, তাতে বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনগত ঐক্যও স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। ধরা

যাক, মনসামঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনিতে ব্যবহৃত মোটিফসূচি হল এরকম—

ক. পদ্মবনে ষোড়শবর্ষীয়া কুমারী নারীর প্রতি শিবের ভোগলিপ্সার আকাঙ্ক্ষায় জানা গেল সেই নারীর অস্বাভাবিক জন্ম-রহস্যের কথা। আসলে সেই নারীই মনসা, শিবের অযোনীসম্ভূতা সন্তান। (১)

খ. খামখেয়ালি আপনভোলা দেবতার কন্যা মনসা, যাঁর পিতা বৃষবাহনে আকাশপথে যাত্রা করেন। (২/৩)

গ. মনসার উজ্জ্বল আকর্ষণীয় রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে চান শিব। (৪)

ঘ. বাধ্য হয়ে মনসা নিজের আসল রূপের পরিচয় দেন, এভাবেই রূপ পরিবর্তন করে নিজে দেবকন্যা হওয়ার দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন মনসা। (৫)

ঙ. অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী মনসা স্বকীয় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাদুশক্তির সাহায্যও গ্রহণ করেন। (৬)

চ. মেয়ের পরিচয় হওয়ার পর উপযুক্ত সুপাত্রে কন্যাদান করার জন্য ঘটক নিয়োগ করেন শিব। (৭)

ছ. মানুষের নির্বাচিত পাত্র রূপে জানা যায় সিদ্ধযোগী ব্রহ্মচারী পুরুষ জরুৎকারু মুনির কথা। (৮)

জ. জীবনসুখে নির্লিপ্ত পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় মনসার ভবিষ্যৎ জীবন অপ্রাপ্তির অতলে বিলীন হয়। (৯)

ঝ. স্বামী-সংসারহীন মনসা দিনে দিনে ক্রূর প্রকৃতির হয়ে পড়ায় তাঁর সন্তানদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কামধেনু গাই প্রেরণ করা হয়। (১০)

ঞ. মনসার কোপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রত্যয়ী পুরুষ চাঁদ সদাগরের আগমন এবং চাঁদের প্রতি মনসার নিষেধাজ্ঞা জারি। (১৩)

ট. মনসার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে চাঁদ সদাগর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেন, এবং এর জন্য চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়েন। (১৪)

ঠ. চরম দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য্য হারিয়ে মনসার পায়ে ভেঙে পড়েননি চাঁদ সদাগর। (১৫)

ড. মনসার বিরুদ্ধে গিয়ে একে একে সাত পুত্রকে হারান চাঁদ। (১৭)

ঢ. কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দরের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন চাঁদ বণিক কিন্তু ছোট বউ দায়িত্ব নিয়ে তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে। দেবীকে সন্তুষ্ট করে মন্ত্রসিদ্ধ জল ও ফুলের সংস্পর্শে স্বামীর পুনর্জীবন ফিরে পায় বেহুলা। (২০/২১/২২)

ণ. কনিষ্ঠ পুত্রকে ফিরে পেয়ে বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন চাঁদ সদাগর। এদিকে মনসাও সব বিরোধ মিটিয়ে একে একে চাঁদের সব পুত্রের জীবন দান করেন।

অবশেষে পরিবারের সকলের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে। (২৩) মোটিফ-এর ছক অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রম যথাক্রমে এভাবে এসেছে:

ক। ১ > খ। ২/৩ > গ। ৪ > ঘ। ৫ > ঙ। ৬ > চ। ৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০ > ঞ। ১৩ > ট। ১৪ > ঠ। ১৫ > ড। ১৭ > ঢ। ২০/২১/২২ > ণ। ২৩।

পাশাপাশি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পূর্ণাঙ্গ কাহিনিতে ব্যবহৃত মোটিফ সূচি অনুযায়ী কাহিনির ক্রস পরম্পরাটি হল এই রকম—

ক. মর্ত্যে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচার বিষয়ে উভয় খণ্ডে ভক্তবৃন্দের (কালকেতু ও খুল্লনা) অবদান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। (১)

খ. প্রথম খণ্ড দেবী চণ্ডীর রূপ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খুল্লনার রূপ, নারীদেহের সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে বর্ণিত হয়েছে। (২)

গ. দেবী চণ্ডী অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে নিজের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বারবার রূপ পরিবর্তন করেছেন। (৩)

ঘ. নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির লক্ষ্যে দেবী চণ্ডী যাদুজল ও যাদুসম্পদ ব্যবহার করেন। (৪/৫)

ঙ. সর্বক্ষমতাময়ী দেবী চণ্ডীর অন্যতম প্রধান কৃপার পাত্র কালকেতুর সঙ্গে শঠতার প্রাপ্য স্বরূপ ভাঁড়ু দত্তের মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। (৬)

চ. বণিক খণ্ডে দেবী চণ্ডীর কৃপার পাত্রী খুল্লনার সংসারজীবনে ভয়াবহ সতীন সমস্যা দেখা দিলে দেবীর কৃপাতেই তা দূর হয়। শাস্তিস্বরূপ লহনা ধনপতির কাছে লাঞ্ছিতা হয়ে সম্বিৎ ফিরে পায়। (৭)

ছ. লহনার নিষ্ঠুর চক্রান্তে পড়ে খুল্লনা কলঙ্কের অভিধা মাথায় নিয়ে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অবশেষে নিজের স্বামী ও সমাজের কাছে তার সতীত্ব প্রমাণিত হয়। (৮)

জ. খুল্লনার নিষ্ঠা ও ভক্তি দেবী চণ্ডীর প্রতি অবিচলিত থাকলেও, তার স্বামী ধনপতি দেবীর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলত দেবী ক্ষুব্ধ হন ধনপতির প্রতি; তাঁর পূজা না-করলে ধনে-জনে উৎখাত করার কথাও বলেন। (৯)

ঝ. দেবীকে উপেক্ষা করে ধনপতি সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করেছে। (১০)

ঞ. ধনপতি বাণিজ্য করার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেছেন, পাশাপাশি রাজার নির্দেশে কথাবলা শুকপাখির খাঁচার কারিগর সন্ধানের জন্য গৃহবিমুখ হয়েছেন, আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খুল্লনার ওপর দৈহিক ও মানসিক অত্যাচার করেছে লহনা। (১১)

ট. খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত বড়ো হয়ে মায়ের মতোই একনিষ্ঠ দেবীভক্ত হয়েছে। মায়ের কষ্ট দূর করে সৌভাগ্য ফিরে পাবার আশায় বিদেশে গমন করেছে। কিন্তু বিদেশে গিয়েই চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে শ্রীমন্ত। দক্ষিণ পাটনের রাজা সালবানকে

কমলে-কামিনী মূর্তি না-দেখাতে পেরে, রাজরোষ থেকে বাঁচার আশায় দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করেছে। অতঃপর দেবীর সহায়তায় বিশাল রাজসৈন্যকে পরাস্ত করে পুরস্কার স্বরূপ রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহের অধিকার লাভ করেছে। রাজার সঙ্গে সমস্ত বিবাদ মিটে যওয়ার পর দেবীর কৃপায় মৃত সৈন্যগণের প্রাণ ফিরিয়েও এনেছে শ্রীমন্ত। (১২)

ঠ. রাজকন্যাকে বিয়ে করে প্রভূত সম্পদের অধিকার লাভ করবে জেনেও শ্রীমন্ত মনের দিক থেকে কিছুতেই খুশি হতে পারেনি। কারণ তার আসল উদ্দেশ্য পিতা ধনপতিকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি মাতা-পিতার সঙ্গে একসঙ্গে মিলিত হয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার যাপন করা। অবশেষে দেবীর কৃপায় শ্রীমন্তর এই ইচ্ছা সফল হয়েছে। (১৪)

মোটিফ-সূচি অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রমটি হল— ক। ১ > খ। ২ > গ। ৩ > ঘ। ৪/৫ > ঙ। ৬ > চ। ৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০ > ঞ। ১১ > ট। ১২ > ঠ। ১৪। এরপর উল্লেখ করব ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনিক্রমটি; আলোচ্য কাব্যের মোটিফসূচি অনুযায়ী কাহিনির ক্রমপরম্পরাটি এরকম—

ক. কাব্যের সূচনাতেই রঞ্জাবতীর মর্ত্যাগমনের কারণ বর্ণিত হয়েছে, তৎসহ লাউসেনের মাধ্যমে ধর্মের পূজা প্রচারের বৃত্তান্ত সু-সংক্ষেপিত করে উপস্থাপিত হয়েছে। (১)

খ. ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্য স্বর্গ নর্তকী অম্বুবতীকে মর্ত্যে অবতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিনা দোষে অম্বুবতীকে অভিশাপ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দেবতারা ছলনার আশ্রয় নেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে ছলনা করে পার্বতী অভিশাপ দেন এবং অম্বুবতীকে বাধ্য করেন মর্ত্যে রঞ্জাবতী নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির প্রয়োজনে এভাবেই রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে ছলনা করা প্রতিটি বাংলা মঙ্গলকাব্যের একটি অতিচর্চিত মোটিফ। (২)

গ. স্বর্গনর্তকী অম্বুবতীই মর্ত্যনারী রঞ্জাবতী, যার স্বামী বৃদ্ধ কর্ণসেন আর পুত্র লাউসেন। রঞ্জাবতীর বিবাহ, পুত্রকামনা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই ধর্মমঙ্গলের নরখণ্ডে কাহিনির সূচনা ও প্রসার। এককথায় বলা যায় কাহিনির সূচক রঞ্জাবতী, আলোচ্য কাব্যে যার অসামান্য রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। (৩)

ঘ. ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতী নারকেল খেয়ে গর্ভবতী হল। (৪)

ঙ. ধর্মের বরপুত্র লাউসেন জন্ম নিলে তার অন্যতম প্রধান সহায় ধর্মঠাকুর নিজে। ঠাকুরের কৃপাতেই গৌড় যাত্রার সময় লাউসেন নানাবিধ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ধর্মঠাকুরের প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করে। (৫)

চ. গৌড় যাত্রার সময় নিজের মাতুল মহামদের চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেনের অধিকাংশ প্রতিপক্ষের জীবনহানি ঘটে। অবশেষে লাউসেনের ইচ্ছাতেই জলের ছিটা দিয়ে সকলের প্রাণ ফিরিয়ে দেন ধর্মঠাকুর। (৬/৭)

ছ. ধর্মানুরাগী লাউসেনের প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন তার হার নিশ্চিত। দেবী চণ্ডী এই সত্য উপলব্ধি করেই ইছাই ঘোষকে সতর্কতা জারি করেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেবীর কথা না-শুনে লাউসেনের সঙ্গে বিবাদ বাধাবার ফলস্বরূপ ইছাই ঘোষের মৃত্যু ঘটে। (৮)

জ. এদিকে গৌড় অধিপতি সিমুল্যা-কন্যা কানাড়াকে বিবাহের অভিলাষে, ঘটক প্রেরণ করেও তেমন আশানুরূপ ফল না-পাওয়ায় মহামদের যুক্তিতে লাউসেনকে পাঠালেন। (৯)

ঝ. লাউসেনকে সমস্ত কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি ফেলেই মহামদ ক্ষান্ত হয়নি, পাশাপাশি লাউসেনের অনুপস্থিতিতে অতর্কিতে ময়নাগড় আক্রমণ করেছে। অবশ্য আক্রমণের পূর্বে গড়ের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে এবং মহামদের আক্রমণকে বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেছে কালু ডোম ও তার স্ত্রী। মূলত এই দুই অনুগত বান্ধবের জন্যই ময়নাগড় সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। অবশ্য আলোচ্য কাব্যে কালু ডোম ও তার স্ত্রীর বীরত্বের যে সব চিত্র আছে তার মধ্যে অনেক ঘটনাই অবিমিশ্র বীর রসাত্মক নয়, যেন সেসব অনেকটা হাস্যরসের আধারে পরিবেশিত। যেমন কালুর সাত কলসি মদ্যপানের চিত্র এবং তার স্ত্রীর তেরো সন্তানের জননী হবার জন্য গর্ববোধ— এই দুই ঘটনাই বীরত্ব প্রকাশের জন্য উল্লেখিত হলেও চরিত্রের অসামঞ্জস্যতাকেই তুলে ধরেছে। (১০/১১/১২)

ঞ. মহামদের গড় আক্রমণের চক্রান্তে কালু ডোম ও তার স্ত্রীর দ্বারা প্রাথমিকভাবে বাধা পাবার পর বড়ো রকমের বিপর্যয় ঘটেছে কানাড়ার হাতে। মহামদ অবশেষে কানাড়ার কাছে যুদ্ধে হেরে গেছে এবং দেবীর নির্দেশে কানাড়া তার প্রাণ ফিরিয়ে দিলেও মাথা ন্যাড়া করে, জুতোর মালা পরিয়ে গড় থেকে বিতাড়িত করেছে। মহামদ দেবী চণ্ডীর সেবক হওয়া সত্ত্বেও অধর্মের পথে চলার ফলস্বরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করেছে। (১৩/১৫)

ট. অবশেষে মহামদের সমস্ত চক্রান্তে জয়লাভ করে গৌড়ের রাজা রানির আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন লাউসেন। কিন্তু পিতা-মাতার কুশল সংবাদ না জানায় খুবই অস্থির হয় লাউসেনের মন। তখন রাজদরবারে সারী-শুক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বীকারোক্তি করে যে, তারাই লাউসেনের পিতা-মাতার কুশল সংবাদ নিয়ে আসবে। সারী-শুকের কথায় অবশেষে লাউসেনের মনে শান্তি আসে। (১৪)

ঠ. কাব্যের শেষে ধর্মের অনুরাগী ভক্ত লাউসেনের অভিশাপ মোচন ঘটে। কশ্যপনন্দন লাউসেন মানবদেহ ত্যাগ করে পুনরায় স্বর্গে নিজের স্থান ফিরে পায়। (১৬)

মোটিফ-সূচি অনুযায়ী এখানে উল্লেখিত কাহিনিক্রমটি হল— ক। ১ > খ। ২ > গ। ৩ > ঘ। ৪ > ঙ। ৫ > চ। ৬/৭ > ছ। ৮ > জ। ৯ > ঝ। ১০/১২ > ঞ। ১৩/১৫ > ট। ১৪ > ঠ। ১৬।

সাংকেতিক সূত্র ধরে বিচার করলে প্রধান তিনটি মঙ্গলকাব্যে মোটিফ-সূচি অনুযায়ী কাহিনির গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। এই গঠনগত সূত্র বা ঐক্যই হল মঙ্গলকাব্যের Common Motif—

১ গ. ৪/২ খ. ২/৩ গ. ৩ = পরম রূপবতী কন্যা।
১ ঘ. ৫/২ গ. ৩/৩ খ. ২ = বারবার রূপ পরিবর্তন।
১ ছ. ৮/২ ক. ১/৩ ক. ১ = ভবিষ্যৎ বক্তা।
১ চ. ৭/৩ জ. ৯ = ঘটক।
১ ট. ১৪/২ জ. ৯/৩ ছ. ৮ = নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন।
১ ঢ. ২০/২ ঘ. ৪/৩ চ. ৬ = যাদুজল।
১ ড. ১৭/২ ঝ. ১০/৩ ঝ. ১১ = সংকেত সংখ্যা, সাত।
২ ঞ. ১১/৩ ট. ১৪ = কথাবলা শুকপাখি।
১ ঢ. ২২/২ ট. ১২/৩ চ. ৭ = পুনর্জীবন।
১ ন. ২৩/২ ঠ. ১৪/৩ ঠ. ১৬ = পুনর্মিলন।

বাংলা লোককথার মোটিফসূচি অনুসারে যে-কোনো মঙ্গলকাব্যে কাহিনির অন্তরঙ্গ রূপটি বিশ্লেষণ করলে ক্রমানুসারে যে বিষয়গুলি চোখে পড়তে বাধ্য সেগুলি এই প্রকার।

পরম রূপবতী কন্যা→বারবার রূপ পরিবর্তন→ভবিষ্যৎবক্তা→ঘটক→নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ভাগ্যহীন→ যাদুজল→ সংকেত ও সংখ্যা, সাত→ কথাবলা→ শুকপাখি পুনর্জীবন→পুনর্মিলন।

মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনিকে ভাঙলে যেমন একাধিক মোটিফের সমন্বয় ফুটে ওঠে, তেমনি সংগঠনতাত্ত্বিক ভ্লাদিমির প্রপ লোককাহিনির ক্ষেত্রে সিনট্যাগমেটিক মডেল প্রয়োগ করেছিলেন। রাশিয়ান রূপতাত্ত্বিক প্রপ রূপকথার অন্তর্গত কাহিনিগুলিকে ভেঙে ভেঙে তার অন্তর্গত সক্রিয়মূল এককগুলিকে পর পর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। প্রপের এই পদ্ধতি ভাষাবিজ্ঞানের আধারকে কেন্দ্র করেই পুষ্টি লাভ করেছে। একটি বাক্যের মধ্যে যেমন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-কারক সাজানো হয়ে থাকে, একটি কাহিনির মধ্যেও তেমনি কোন্ 'মোটিফ'-এর কোন্ 'মোটিফ' আসবে তা একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করেই চলে। পারস্পরিক ক্রম পরম্পরা ভেঙে কোনো মোটিফ কাহিনিতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। প্রপের এই রীতিকে বলা যায় 'Syntagmatic Model' অর্থাৎ বাক্‌প্রবাহ ক্রমিক পদ্ধতি, কারণ 'Syntax' বা বাক্যের রীতি ধরেই এই মডেলের প্রবর্তন। এই প্রসঙ্গে প্রপ কাহিনির ক্রিয়াশীলতাকে ভেঙে দেখাতে চাইলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনির মৌল চরিত্রগুলির সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বললেন:

> 'The discussion of Veselove Kij's ideas is particulary interesting. Veselove Kij's split up themes into motifs, so that in his system, the theme adds only a unifying, creative

> dimension; it stands over motifs, which are treated as further irreducible elements. But in this case Propp renmarks, each sentence constitutes a motif, and the analysis of tales must be taken to a level that today would be called 'molecular' however, no motif can be said to be indivisible, since an example as simple as 'A dragon abducts the kings daughter' may be decomposed into at least four elements, each of which is commutable with others ('dragon' with soricerer', 'whirlwind', 'devil', 'eagle' etc; 'abduction' with 'Vampinism', puting to sleep' etc; 'daughter' with 'sister', 'bride', 'mother' etc; and finally 'king' with 'prince', 'peasants', etc.) Smallar units than motifs are thus obtained, which according to Propp, have no independent logical existence'.

অর্থাৎ 'রাজকন্যাকে ড্রাগন জোর করে চুরি করে নিয়ে যায়', এই অংশটি একটি মোটিফ হতে পারে, কিন্তু তা অনুধাবন করতে হলে এটিকে আমাদের কতগুলো খণ্ডাংশে ভাগ করতে হবে। যেমন ড্রাগনের সঙ্গে যাদুমন্ত্রদাতা, ঘূর্ণিঝড়, খল, ঈগলপাখি ইত্যাদির একটি সম্পর্ক আছে। আবার কন্যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভগ্নি, নতুন স্বামী, মা এবং রাজা। সুতরাং কোনো মোটিফের একক অবস্থান নেই— অন্যের সঙ্গে সংযোগেই তার যাত্রা ও স্থিতি। এ বিষয়ে বিখ্যাত রূপতাত্ত্বিক গবেষক মযহারুল ইসলাম মনে করেন— প্রপ সমস্ত ক্রিয়াশীলতাগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে পরী কাহিনিগুলোতে প্রাথমিক ঘটনা আছে এবং তারপরেই কুশীলবদের স্থান ত্যাগ এবং দূরে যাত্রা। এই অনুপস্থিতি নায়ককে কখনও সরাসরিভাবে কখনও বা পরোক্ষ দুর্ভাগ্যের মধ্যে টেনে আনে। তখন কাহিনিতে খল (ভিলেন)-এর প্রবেশ ঘটে, যে কুশীলবের বা নায়কের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ক্ষতির জন্য বদ্ধপরিকর হয়। প্রপ এগুলোকে ৩১টি ক্রিয়াশীলতায় দাঁড় করিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি করে অক্ষর নির্দেশ করেছেন। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এই ৩১টি ক্রিয়াশীলতার সংক্ষিপ্ত রূপচিত্রন করেছেন। আমরা তাঁরই অনুসরণ লোককাহিনিতে প্রযুক্ত ক্রিয়াশীলতার রূপচিত্রণ করব।

ঙ.ছ ১.২.৩.৪. ঞ ১.২.ভ ১.২.৩. ঐ ১.২.৩.৪. ফ ১.২.৩. ন ১.২.৩.৪ জ ১.২.৩.৪ আ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০.১১.১২.১৩.১৪.১৬.১৭.১৮.১৯.২০.২১.২২ অ ১.২.৩.৪.৫.৬ ব ১.২.৩.৪.৫.৬.৭ চ↑ঢ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০. এ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০. ভ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯. গ ১.২.৩.৪.৫.৬. হ ১.২.৩.৪. ঘ ১.২ ই. ১.২.৩.৪.৫.৬. অ অ ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০.১১. অ অ ভ ১ অ অ ৬১↓ প র ১.২.৩.৪.৫.৬.৭. র স ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯.১০ ও ১.২ ল ১.২ ম ১.২.৩.৪.৫.৬.৭ স শ ঘ ট ১.২.৩.৪ উ ঊ ১.২.৩.৪.৫.৬

সংকেতের সংক্ষিপ্ত তালিতা

ঙ. প্রাথমিক অবস্থা

ছ. অনুপস্থিতি বা উপস্থিতি

ছ[১] বয়স্কদের অনুপস্থিতি বা প্রস্থান

ছ[২] পিতামাতা বা কারোর মৃত্যু

ছ[৩] যুবক বা অল্পবয়স্ক কারুর অনুপস্থিতি বা প্রস্থান

ছ[৪] উপস্থিতি

ঞ. নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কতা

ঞ[১] নিদিষ্টভাবে কোনো সাবধানবানী উচ্চারিত হওয়া

ঞ[২] উপদেশ অথবা নির্দেশ

ড. নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন

ড[১] যে রীতিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় সেই রীতিতেই তা লঙ্ঘিত হয়

ড[২] লঙ্ঘিত নিষেধাজ্ঞা এবং উহ্য নিষেধাজ্ঞার কোনো নির্দেশ বা আদেশ অমান্য করা হয়

ড[৩] লঙ্ঘন দিয়েই কাহিনির সূত্রপাত

ঐ. পরিদর্শন-পরিক্রমা

ঐ[১] প্রাথমিক পরিদর্শন-পরিক্রমা যার মাধ্যমে খলনায়কের তথ্য সংগ্রহ করে

ঐ[২] সরাসরি জিজ্ঞাসার মাধ্যমে খলের পরিদর্শন পরিক্রমা, অনুরূপভাবে নায়ক ও খল সম্পর্কিত তথ্যাদি পরিদর্শন-পরিক্রমার মাধ্যমে সংগ্রহ করে

ঐ[৩] সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন-পরিক্রমা

ফ. অর্পণ বা সরবরাহ করা

ফ[১] খল নায়কের সম্পর্কে অথবা নায়ক খল সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহে ব্রতী হয়

ফ[২] ভিন্নমুখী তথ্য সংগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ খলের তথ্য এনে দেয়

ফ[৩] একনজর দেখে তথ্য-সংগ্রহ

ণ. ছলনাজাল বিস্তার

ণ[১] সাধুতার আচরণে ছলনাজাল; প্রতারণামূলক অনুরোধ-উপরোধ

ণ[২] ক্রমাগত ক্ষতিসাধনের প্রয়াস

ণ[৩] সরাসরি যাদুদ্রব্য অথবা যাদুপদ্ধতি প্রয়োগ

ণ[৪] খলের চাতুরির বিচিত্র পন্থা

জ. দুষ্কর্মে নিজের অজান্তে বশীভূত হওয়া

জ[১] অনুরোধ উপরোধ ইতিবাচক হওয়া

জ[২] খলের যাদুজালে যান্ত্রিকভাবে ধরা দেওয়া

জ[৩] আপন কাজের মাধ্যমে শত্রুকে সাহায্য করা
জ[৪] প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি যার মাধ্যমে খলের কাছে ধরা দেওয়া হয়
আ. খলত্ব
আ[১] খল কাউকে অপহরণ করে
আ[২] কোনো যাদুর দ্রব্য বা নিমিত্তকে হস্তগত করে
আ[৩] যাদুতে সাহয্যকারীকে হস্তগত করে (বলপূর্বক)
আ[৪] শস্য বিনষ্ট করে
আ[৫] দিনের আলো হাতের মুঠোয় বন্দি করে
আ[৬] অন্যভাবে ধ্বংস সাধন করে
আ[৭] শারারিক পীড়ন বা ক্ষতিসাধন করে
আ[৮] যাদুশক্তি বা অন্য উপায়ে অন্তর্ধানীত করে
আ[৯] শিকারকে হাতে পাবার জন্য দাবি জানায় বা প্রলুব্ধ করে
আ[১০] কোনো একজনকে বিতাড়িত করে
আ[১১] কাউকে জলে ডুবতে বা অগ্নিতে প্রবেশে বাধ্য করে
আ[১২] যাদুমন্ত্র আরোপ করে
আ[১৩] রূপান্তরিত করে এবং সেখানে অপরকে স্থাপন করে
আ[১৪] হত্যার আদেশ এবং আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ
আ[১৫] খল নিজেই কাউকে নিহত করে
আ[১৬] খল কাউকে কারারুদ্ধ বা আবদ্ধ করে
আ[১৭] বলপূর্বক বিবাহের ভয় দেখায়
আ[১৮] মানুষ খাবে— এই ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চায়
আ[১৯] রাত্রিতে পীড়নমূলক কাজ করে
আ[২০] খল যুদ্ধ ঘোষণা করে
অ. অভাব
অ[১] পত্নীর অভাব
অ[২] যাদু নিমিত্তের অভাব
অ[৩] ভ্রাম্যমান কোনো দ্রব্য বা পশু পাখির অভাব
অ[৪] যাদুশক্তিসম্পন্ন দ্রব্য বা প্রাণী, যার মধ্যে জীবন অথবা মৃত্যু লুক্কায়িত, তার অভাব
অ[৫] অর্থাভাব অথবা সম্পদ বা বাসস্থানের অভাব অর্থাৎ অভাববোধের যুক্তিগ্রাহ্য রূপ
অ[৬] অন্যান্য যাবতীয় অভাব

ব. মধ্যস্থকারী অথবা সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা

ব^{১} নায়ককে প্রেরণের পরে আহ্বান জানানো

ব^{২} নায়ককে সরাসরি প্রেরণ বা তার নিকট কিছু প্রেরণ

ব^{৩} নায়ককে গৃহপ্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান

ব^{৪} দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা

ব^{৫} নির্বাসিত নায়ককে অন্যত্র প্রেরণ

ব^{৬} মৃদ্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত নায়কের মুক্তি

ব$_{৭}$ শোকসংগীত গাওয়া

চ. প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত

নায়কের গৃহত্যাগ

ঢ. সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা

ঢ^{১} দাতার দ্বারা নায়কের পরীক্ষা

ঢ^{২} দাতা কর্তৃক নায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ

ঢ^{৩} মৃত্যুপথযাত্রীর অনুরোধ

ঢ^{৪} আবদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির জন্য অনুরোধ

ঢ^{৫} ক্ষমা প্রদর্শনের অনুরোধ

ঢ^{৬} বিবাদীদের সম্পত্তি বন্টনের দাবি

ঢ^{৭} অন্যান্য অনুরোধ

ঢ^{৮} নায়ককে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মারমুখী ব্যক্তি বা প্রাণীদের উদ্যোগ

ঢ^{৯} মারমুখীদের নায়ককে হাততালিতে লিপ্ত করা

ঢ^{১০} যাদুদ্রব্য দেখিয়ে অন্যকিছু চাওয়া

এ. ভবিষ্যতে দাতার প্রতি নায়কের প্রতিক্রিয়া (ইতি বা নেতিবাচক)

এ^{১} পরীক্ষামূলক কাজে স্বীয় অবস্থান বজায় রাখা অথবা না-রাখা

এ^{২} অভিনন্দনের উত্তর দেওয়া অথবা না-দেওয়া

এ^{৩} মৃতব্যক্তির সৎকার করা অথবা না-করা

এ^{৪} বন্দিকে মুক্তিদান

এ^{৫} আবেদকের প্রতি নায়কের করুণা প্রদর্শন

এ^{৬} বিবাদকারীদের অংশ বণ্টন

এ^{৭} নায়কের অন্যান্য সেবাপরায়ণমূলক কাজ

এ^{৮} জীবনের ওপর আক্রমণের উদ্যোগ এবং আত্মরক্ষা

এ^{৯} প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাভূত করা

এ^{১০} বিনিময়ে সম্পত্তি

ভ. যাদুর নিমিত্তের প্রয়োগ— কৌশল লাভ

ভ[১] যাদুর নিমিত্ত সরাসরিভাবে প্রাপ্ত

ভ[২] যাদুর নিমিত্ত সম্পর্কে নির্দেশ

ভ[৩] যাদুর নিমিত্ত প্রণীত বা তৈরি হয়

ভ[৪] যাদুর নিমিত্তের ক্রয়-বিক্রয়

ভ[৫] যাদু নিমিত্তের আকস্মিক প্রাপ্তি

ভ[৬] যাদু-নিমিত্তের নিজে থেকে নায়কের কাছে আসা

ভ[৭] যাদু-নিমিত্তের পান বা আহার করা

ভ[৮] যাদু-নিমিত্তকে ধারণ বা হরণ করা

ভ[৯] নানা জাতীয় (যাদু) চরিত নায়কের সাহায্যে নিজেদের সমর্পণ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাদু নিমিত্ত নিজেরাই প্রয়োজনের সময় উপস্থিত হবার আশ্বাস দেয়।

গ. স্থানগত পরিবর্তন এবং পথ প্রদর্শন

গ[১] নায়ক বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে যায়

গ[২] নায়ক স্থলপথ বা জলপথে যায়

গ[৩] নায়ক পথ প্রদর্শিত হয়

গ[৪] নায়ককে কোন পথে যেতে হবে, সেই পথের প্রতি নির্দেশ

গ[৫] নির্দিষ্ট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার

গ[৬] ফুল, রক্তের দাগ বা কোনো চিহ্ন দেখে পথের সন্ধান

হ. সংগ্রাম বা যুদ্ধ

হ[১] খোলামাঠ যুদ্ধ

হ[২] প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা

হ[৩] তাসের প্রতিযোগিতা

হ[৪] মাপ বা ওজনের প্রতিযোগিতা

য. চিহ্নিতকরণ

য[১] শরীরে চিহ্ন করে দেওয়া হয়

য[২] আংটি অথবা তোয়ালে লাভ

ই. বিজয়

ই[১] প্রকাশ্য যুদ্ধে খলের পরাজয়

ই২ প্রতিযোগিতায় খলের পরাজয়

ই[৩] তাসখেলায় নায়কের জয়

ই[৪] ওজন প্রতিযোগিতার নায়কের জয়

ই^{৫} প্রাথমিক যুদ্ধ ছাড়াই খলের নিধন
ই^{৬} খলের সরাসরি নির্বাসন
অ অ. অভাব অপসারিত ব্যক্তি বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত করা
অ অ^{১} অনুসন্ধানীয় ব্যক্তি বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্য হস্তগত করা
অ অ^{২} সম্মিলিত ভাবে দ্রুত হস্তগত করা
অ অ^{৩} ভয় দেখিয়ে লাভ করা
অ অ^{৪} পূর্ববর্তী কাজের ফলস্বরূপ অনুসন্ধনীয় ব্যক্তি পশু-পাখি
অ অ^{৫} যাদু নিমিত্ত ব্যবহারের ফলে প্রাপ্তি
অ অ^{৬} যাদু নিমিত্তের সাহায্যে দারিদ্র-মুক্তি
অ অ^{৭} সন্ধানীয় ব্যক্তি পশু-পাখি বা বস্তু ধরা হয়
অ অ^{৮} সম্মোহনী শক্তির অবসান
অ অ^{৯} মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবন
অ অ১০ বন্দির মুক্তি
অ অ১১ যাদু নিমিত্তের ন্যায় সন্ধানীয়ের প্রাপ্তি
অ অ ভ। ভ এর ন্যায় অপসারিত
অ অ ভ১ সন্ধানীয় ব্যক্তি বস্তু বা পশু-পাখি স্থানান্তরিত হয়
অ অ ভ২ সন্ধানীয় ব্যক্তি বস্তু পশু-পাখি দেখিয়ে দেওয়া হয়, ইত্যাদি।
প $_{র}$। অনুসরণ
প। $_{র.১}$ নায়ককে উড়ন্ত ভাবে অনুসরণ
প $_{র২}$ অনুসরণকারী অপরাধীকে দাবি করে
প $_{র৩}$ অনুসরণ করা অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়া
প $_{র৪}$ অনুসরণকারীর নিজেকে লোভনীয় বস্তু/ প্রাণীতে রূপান্তকরণ এবং নায়কের সম্মুখে নিজেকে স্থাপন
প $_{র৫}$ নায়ককে গিলে ফেলাতে চেষ্টা করা
প $_{র৬}$ অনুসরণকারীর নায়ককে হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ
প $_{র৭}$ নায়ক যে গাছের মধ্যে আশ্রয় নেয় অনুসরণকারী সেই গাছটিকে চিবিয়ে খেতে চায়
র $_{স}$ অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার
র $_{স১}$ নায়ককে বাতাসের মধ্য দিয়ে বহন করা
র $_{স২}$ নায়ক পথে বাধার সৃষ্টি করতে করতে উড়ে যায়
র $_{স৩}$ উড়ন্ত যাত্রার সময় নায়ক অচেনা কিছুতে রূপান্তরিত হয়
র $_{স৪}$ আকাশ স্থল বা জলপথে প্রত্যাগমনের সময় নায়ক লুকোয়

র $_{স৫}$ নায়ককে কোনো ব্যক্তি আড়াল করে
র $_{স৬}$ নায়কের পশু বা পাথরের রূপ পরিবর্তন এবং আত্মরক্ষা
র $_{স৭}$ লোভ থেকে বিরত থাকা
র $_{স৮}$ বিরুদ্ধ পক্ষ তাকে গিলে ফেলুক বা ধারণ করুক এমন কোনো অবস্থায় নায়ক নিজেকে ফেলে না
র $_{স৯}$ জীবন বিপন্ন হলে নায়ক নিজেকে রক্ষা করে
র $_{স১০}$ সে প্রত্যাবর্তনরত অবস্থায় এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দেয়
ও অপরিচিত অবস্থায় আগমন
ও^{১} দেশে ফিরে ছদ্মবেশে কাজ করে
ও^{২} দেশে সরাসরি ফিরে আসে কিন্তু তাকে কেউ চিনতে পারে না
ল। মেকি নায়কের দাবি অগ্রাহ্য হয়
ল^{১} অন্যেরা মিথ্যা দাবি করে যে, তারাই প্রকৃত কৃতিত্বের দাবিদার
ল^{২} অন্যেরা নায়কের স্ত্রীর ওপর দাবি করে
ম। কঠিন কাজ
ম^{১} খাদ্য এবং পানীয় দ্বারা পরীক্ষা
ম^{২} অগ্নিপরীক্ষা
ম^{৩} মৌখিক ভাগ্যপরীক্ষা
ম^{৪} নির্বাচকমূলক পরীক্ষা
ম^{৫} কুশলীপনামূলক পরীক্ষা
ম^{৬} সহনশীলতামূলক ভাগ্য পরীক্ষা
ম^{৭} কোনো কিছু নির্মাণ গঠন বা বিচ্ছিন্নকারণ জাতীয় পরীক্ষা
স। কাজগুলো সম্পন্ন করা
শ। নায়ককে চিনতে পারা
ঘ। মেকি নায়কের মুখোশ উন্মোচন
ট। নায়কের আকৃতি পরিবর্তন বা রূপান্তরকরণ
ট^{১} যাদু নিমিত্তের সাহায্যে সরাসরি চেহারায় পরিবর্তন
ট^{২} আশ্চর্য প্রাসাদ নির্মাণ
ট^{৩} নতুন পোশাক পরিধান
ট^{৪} যুক্তিগ্রাহ্য এবং কৌতুকময় আকৃতি
উ। খলের শাস্তি
ঊ। বিবাহ
ঊ^{১} রাজকন্যা এবং রাজ্যলাভ

উ[২] সিংহাসন ছাড়া বিবাহ
উ[৩] কেবল সিংহাসন লাভ
উ[৪] বিবাহের প্রতিশ্রুতি
উ[৫] পত্নীর বিয়োগ এবং সন্ধানের মাধ্যমে সুফল লাভ

আমাদের আলোচনায় প্রপ কথিত ৩১টি ক্রিয়াশীলতার গুরুত্ব কতখানি তা বোঝা যাবে তাঁর তত্ত্বের যথার্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। ইতিপূর্বে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিকে মোটিফ পদ্ধতিতে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করায় কাহিনির গঠনগত রূপ নির্ণয় করতে গিয়ে যে তুলনামূলক অন্তর্লীন ঐক্য পাওয়া গিয়েছিল, তাতে কাহিনিগুলির সঙ্গে চরিত্রের সক্রিয়তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু প্রপীয় পদ্ধতিতে কাহিনির গতিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দেশিত ৩১টি ক্রিয়াশীলতার মধ্যে থেকেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনগত সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে মনসামঙ্গলকাব্যের ক্রিয়াশীলতাগুলি হবে এই প্রকার—

১. ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = কবি স্বপ্ন দেখে সর্পদেবী মনসা প্রসঙ্গে কাব্য লেখা শুরু করলেন। প্রথমেই দেবীর জন্ম রহস্যের কথা ব্যক্ত হল।
২. ছ[৪] উপস্থিতি = মনসলার আসল পরিচয় জানতে পেরে শিব তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন নিজে বাড়ি। শিব-দূর্গার সংসারে মনসার উপস্থিত ঘটল।
৩. সৎ মায়ের সংসারে মনসার প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু হল, এমনকি চণ্ডী তাঁর গায়ে হাত পর্যন্ত তুললেন। মনসার জীবন-সংগ্রাম এখান থেকেই শুরু। এরপর থেকে চলতে থাকল নিজের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই।
৪. অ[৬] অনন্যান্য যাবতীয় অভাব = শিবের অযোনিসম্ভূতা কন্যা হবার সুবাদে প্রথম থেকেই পিতা-মাতা পরিব্যাপ্ত সাংসারিক জীবন-যাপনের অভাব ছিল। এরপর নপুংসক জরৎকারু মুনির সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় জীবনসুখ থেকে বঞ্চনার অভাব দ্বিগুণ হয়ে উঠল মনসার। ফলস্বরূপ দিনে দিনে হিংস্র ও ক্রূর প্রকৃতির হয়ে পড়লেন মনসা।
৫. নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে মনসা মর্ত্যে পূজা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সনকা, জালু-মালু, হাসান-হোসেন প্রমুখের কাছ থেকে পূজা আদায় করে নিলেও কেবল শিবভক্ত চাঁদের কাছে কিছুতেই পূজা পেলেন না দেবী।
৬. ন. ছলনাজাল বিস্তার = ক্রুদ্ধা দেবী এরপর বিভিন্নপ্রকার ছলনাজাল বিস্তারের মাধ্যমে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করার বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করেন।
৭. ঞ. নিষেধাজ্ঞা বা সতর্কবার্তা = মনসার কোপের বিরুদ্ধে হার না-মানা মানসিকতা নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর জন্য, দৃঢ় প্রত্যয়ী পুরুষ চাঁদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা বা সকর্তবার্থা জারি হয়।
৮. ড. নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন = মনসার প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে চাঁগ সদাগর

সমস্তপ্রকার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সনকার পূজার ঘটে লাথি মারে, এবং এরপর থেকে প্রবলভাবে ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। চাঁদ-মনসার বিরোধ নতুন মাত্রা পায়।

৯. চ. ভাগ্যের সন্ধানে 'মধুকর' বাণিজ্যতরী নিয়ে চাঁদের দূরদেশে যাত্রা। আলোচ্য অংশে নায়কের গৃহত্যাগ কাহিনিতে মোড় ঘোরে।

১০. বাণিজ্য করতে গিয়ে চাঁদ সদাগর পূর্বের ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে সত্বর একপ্রকার স্থিতিশীল অবস্থায় এসে পৌঁছান। বিভিন্ন বস্তু বদল করে, বাণিজ্যে সফলতা লাভ করে বাড়ি ফেরার সময় ফের বিপর্যয় ঘটে। মনসার কোপে পড়ে সব কিছু হারিয়ে অবশেষে কোনোমতে চোরের মতো বাড়িতে প্রবেশ করেন চাঁদ সদাগর। নায়কের গৃহে প্রত্যাবর্তনে দ্রুত কাহিনির গতিমুখ পরিবর্তিত হয়।

১১. কাহিনিতে নতুন বিষয় প্রাধান্য পায়, চাঁদ সদাগরের ছোট ছেলের বিয়ে হয় বেলুহার সঙ্গে। নিয়তি বা সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে লখিন্দর-বেহুলার বিয়ে হবার পর বাসর রাতেই মনসার বাহন কালসাপের হাতে লখিন্দরের মৃত্যু ঘটায় চাঁদ শেষে ভেঙে পড়েন।

১২. অ অ. অভাব অপসারিত = চাঁদের পুত্র লখিন্দরকে কলার মাজুষে করে ভাসিয়ে দেবার পর বেহুলা পণ গ্রহণ করল; হয় সে তার স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে নতুবা স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে নেবে। কিন্তু বেহুলার স্বর্গযাত্রা অংশে, বিস্তারিত কাহিনি বিশ্লেষণের ফলে আমরা জানতে পারি যে— বেহুলা কঠিন আদর্শের বলে ও বুদ্ধিতে শেষে স্বামী লখিন্দরের প্রাণ যেমন ফিরে পেয়েছেন, তেমনি হারানো ছয় পুত্রের প্রাণও ফিরে পেয়েছেন। দেবী মনসার ইচ্ছা অনুযায়ী— কাব্যের শেষে সমস্ত হৃত সম্পত্তি ও মৃত পুত্রদের ফিরে পেয়ে চাঁদ সদাগর নিজের হাতে দেবীর পূজা প্রচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। কাহিনির এই পরিণতি অংশে যে ক্রিয়াশীলতাগুলি একত্রে কাজ করেছে সেগুলি নিম্নরূপ।

১৩. অ অ[১] অনুসন্ধানীয় ব্যক্তির বা বস্তু বুদ্ধির সাহায্যে হস্তগত করা = বাসর রাতে বেহুলার সঙ্গে বিচ্ছেদ, অবশেষে দেবী মনসার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করে ও স্ত্রী বেহুলাকে পাশে পেয়ে লখিন্দরের জীবনে এমনকি তার সম্পূর্ণ পরিবার জীবনে অপ্রত্যাশিত সুফল ফিরে এল।

১৪. অ অ[৯] মৃতব্যক্তির পুনরুজ্জীবন = শিবের নির্দেশে মনসার দ্বারা মৃত লখিন্দরের ক্ষয়প্রাপ্ত দেহের পুনর্গঠন ও প্রাণ ফিরে পাবার আনন্দ।

১৫. উ[৫] পত্নীর বিয়োগ এবং সন্ধানের মাধ্যমে সুফল লাভ = বাসর রাতে বেহুলার সাথে বিচ্ছেদ, অবশেষে দেবী মনসার কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করে ও স্ত্রী বেহুলাকে পাশে পেয়ে লখিন্দরের জীবনে এমনকি তার সম্পূর্ণ পরিবার জীবনে অপ্রত্যাশিত

সুফল ফিরে এল।

এখন আমরা আলোচ্য মনসামঙ্গল কাহিনিতে ব্যবহৃত গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি:

ঙ ছ^{৪} অ^{৬} ন ঞ ড $\left\{ \begin{matrix} \text{অ অ}^{১.৯}\ \text{উ}^{৫} \\ + \text{ইতি} \end{matrix} \right\}$

এক্ষেত্রে পুনর্মিলনের মাধ্যমে, ইতিবাচক মনোভাবকে '+' চিহ্নের দ্বারা কাহিনির শেষাংশে বিভাজিত করে দেওয়া হয়েছে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে। তাই কাহিনির শেষে সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরিত হয়েছে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের এটাই বিশেষ প্যাটার্ন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিক্রমও আছে। একমাত্র এভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাহিনির মূল উপাদানগুলোতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করলে আমরা ক্রিয়াশীলতাগুলোকে লাভ করতে পারি এবং তাদের গতিপ্রবাহের অনুগমনকেও সহজেই চিহ্নিত করতে পারি।

প্রসঙ্গক প্রপ কথিত আরও কিছু চিহ্নর উল্লেখ করব যার দ্বারা অন্যান্য মঙ্গলাকাব্যের কাহিনির সংকেতের মাধ্যমে কেবল কোন্‌টা কোন্‌ ক্রিয়াশীলতার অন্তর্ভুক্ত তা বোঝা সমস্ত হবে।

× অস্পষ্ট অথবা অপরিচিত গঠন বা ধরন

+ ক্রিয়াশীলতার জন্য ইতিবাচক ফল

- ক্রিয়াশীলতার জন্য নেতিবাচক ফল

: সংযোগকারী

$ সংযোগকারীদের জট পাকানো অবস্থা, ইত্যাদি।

একটু আগে মনসামঙ্গল কাহিনির মূল ক্রিয়াশীলতাগুলোর সম্মিলিত রূপকে গাণিতিক সংকেত সূত্রে উপস্থাপনের যে প্রয়াস আমরা করেছি, ঠিকভাবে সাজালে একই সাংকেতিক রূপসূত্র অন্যান্য বাংলা মঙ্গলকাব্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের সংকেত সূত্র—

১. ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = কাহিনির সূত্রপাত

২. ছ^{৪}. উপস্থিতি = গোধিকা ছদ্মবেশে দেবী মনসার আগমন।

৩. ঐ^{৪}. সহায়কের মাধ্যমে পরিদর্শন-পরিক্রমা = কালকেতুকে দেবী সৌভাগ্য ধনরত্ন লাভে সহায়তা করেছেন।

৪. ঐ^{৩}. ছদ্মবেশে বা অন্য উপায়ে পরিদর্শন পরিক্রমা = ধনপতি খুল্লনার আরাধ্য দেবীকে অমান্য করায় দেবী বাণিজ্যরত সদাগরকে বিপদে ফেলেছেন।

৫. ন. ছলনাজাল বিস্তার = বারবার রূপ পরিবর্তন করে দেবী নিজের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। এই সবকিছুকে উপেক্ষা করে ধনপতি সপ্তডিঙা নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করেন। এখান থেকে কাহিনির জট পাকানো অবস্থার শুরু হয়, ':'।

৬. ঞ. নিষেধাজ্ঞা বা সর্তকবার্তা = দেবী নিষেধাজ্ঞা জারি করেন ধনপতির প্রতি। ধড়পতিকে বিপদে ফেলার হুমকি দেন।

৭. ড. নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন = দেবীর কথা অমান্য করে, তাঁর পূজার ঘটে লাথি মেরে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করেন ধনপতি।

৮. ধনপতির অবর্তমানে গৃহে দুই সতীন লহনা ও খুল্লনার মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি পায়। খুল্লনার গর্ভে পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, চরম অবমানমনা সলহ্য করে পুত্রকে বড়ো করে তোলে খুল্লনা।

৯. ব. মধ্যস্থকারী অথবা সংযোগকারী ক্রিয়াশীলতা = খুল্লনা-ধনপতির একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত বাবার খোঁজে বাণিজ্যযাত্রা করে।

১০. চ সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা = শ্রীমন্তের সহযোগিতায় ধনপতি দীর্ঘদিন কারাবাস থাকার দায় থেকে মুক্তি পান।

১১. অ অ. অভাব অপসারিত = উভয় খণ্ডে কাহিনির শেষাংশ দেবীর মর্ত্যে পূজা পাবার বাসনা যেমন চরিতার্থতা লাভ করেছে, তেমনি ফুল্লরা-কালকেতু, লহনা-ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমান্ত সবাই পুনর্মিলনের আনন্দে সামিল হয়েছে।

১২. উ[১] রাজকন্যা এবং রাজ্যলাভ = শ্রীমন্তের শৌর্য-বীর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কলিঙ্করাজ নিজের কন্যা ও রাজ্য দান করে শ্রীমন্তকে জামাই ও ধনপতিকে বেয়াই করে নিলেন।

আমরা আলোচ্য চণ্ডীমঙ্গল কাহিনিতে ব্যবহৃত গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে সাজাতে পারি—

$$ঙ\ ছ^{৪}\ ঐ^{৪}\ ঐ^{৩}\ ন : ঞ\ ড \begin{Bmatrix} ড.\ অ\ অ.\ উ^{১} \\ + ইতি \end{Bmatrix}$$

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ক্রিয়াশীলতার সংকেতসূত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হল—

১. ঙ. প্রাথমিক অবস্থা = গল্পের সূচনা।

২. ছ[৪]. উপস্থিতি = রঞ্জাবতী ও লাউসেনের মর্ত্যাগমনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

৩. রঞ্জার গর্ভে বীরপুত্র লাউসেনের জন্মলাভ। ক্রমশ লাউসেনের বুদ্ধি ও বলপ্রাপ্তি।

৪. চ. নায়কের গৃহত্যাগ = লাউসেনের গৌড়যাত্রা।

৫. ন[২]. ক্রমাগত ক্ষতি সাধনের প্রয়াস = লাউসেনের বীরত্বে অবগত হয়ে তার মামা মহামদ ক্রমাগত ক্ষতি সাধনের প্রয়াস করে।

৬. ম. কঠিন কাজ = লাউসেনকে বিপাকে ফেলার জন্য বিভিন্নপ্রকার কঠিন কাজ সমাধান করার বন্দোবস্ত করে মহামদ।

৭. আ[১২]. যাদুমন্ত্র আরোপ করা = লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র আরোপ

করে ময়নাগড় অধিগ্রহণের ফন্দি করে পাত্র মহামদ।

৮. আ^{১৯}. রাত্রিতে পীড়নমূলক কাজ করে = রাতে সবাই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লে ময়নাগড়ে সসৈন্যে অতর্কিত হানা দেয় মহামদ।

৯. আ^{২০}. খলযুদ্ধ ঘোষণা করে = মহামদের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ের বীরাঙ্গনা নারীগণ রুখে দাঁড়ালে খলযুদ্ধ ঘোষণা করে।

১০. ঢ. সহায়কের বা দাতার ক্রিয়াশীলতা = লাউসেনের এই চরম দুর্দিনে ধর্মঠাকুর তাঁর অলৌকিক মহিমার আশ্রয়ে লাউসেনকে সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

১১. ই^{১}. প্রকাশ্য যুদ্ধে খলের পরাজয় = অধর্মের পথে চলার জন্য লাউসেন-পত্নী কানাড়ার হাতে মহামদের পরাজয় ঘটে।

১২. উ. খলের শাস্তি = মহামদ প্রাণে বেঁচে গেলেও তার পাপকর্মের শাস্তি স্বরূপ মাথা মুড়িয়ে, জুতোর মালা গলায় পরিয়ে রাজ্য হতে বহিষ্কার করা হয়।

১৩. অ অ. অভাব অপসারিত = পরিশেষে লাউসেনের জীবনে সকল প্রকার অভাব অপসারিত হয়; একই সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের আকাঙ্ক্ষা সার্থকতা লাভ করে। আমাদের আলোচ্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের গতিপ্রবাহ ও ক্রিয়াশীলতাগুলিকে সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায়—

ঙ ছ^{৪} চ ন^{২} ম আ$^{১২.১৯.২০}$ $\left\{ \begin{matrix} \text{ঢ. ই}^{১} \text{ উ অ অ} \\ + \text{ইতি} \end{matrix} \right\}$

এইবার পর পর মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কাব্যে ব্যবহৃত ক্রিয়াশীলতাগুলোকে সাজালে বুঝতে পারব যে উক্ত তিন প্রকার মঙ্গলকাব্য কাহিনিরই মূল উপাদান এক ও অভিন্ন। অবশ্য বিভিন্ন কাহিনিতে ক্রিয়াশীলতাগুলি একটার পর একটা সু-সজ্জিতভাবে আসেনি তথাপি এ কথা ঠিক, প্রতিটি ক্রিয়াশীলতাই কাহিনিগুলির মধ্যে কোনো না কোনোরকমভাবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে বাংলা লোককথার রূপতাত্ত্বিক গবেষক ড. মযহারুল ইসলামের একটি মন্তব্যে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হয়। তাঁর মতে, ভ্লাদিমির প্রপ-এর বিরূপ সমালোচনা যে করা যায় না, এমন নয়। তিনি কাহিনির শ্রেণিকরণ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে যে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন গ্রন্থের শেষদিকে তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর শ্রেণিকরণ থেকে এ কথা বলা যায় যে, আসলে সব কাহিনি প্রায়ই একই রূপতাত্ত্বিক কাঠামোতে গঠিত, যার মোট চারটি মৌলিক ক্রিয়াশীলতা আছে। মোটকথা প্রপের একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতাকে আরো সংখ্যায় বাড়ানো সম্ভব। তবে মূল ক্রিয়াশীলতাগুলি কাহিনিতে থাকা আবশ্যিক, আর আমাদের আলোচ্য মঙ্গলকাব্যে চারের অধিক মূল ক্রিয়াশীলতার অবস্থান কাহিনির গঠন আলোচনাকে আরো সহজ করে তুলবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এইবার প্রধান তিন মঙ্গলকাব্যের মূল ক্রিয়াশীলতাকে পর পর

সাজিয়ে তার আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় সাযুজ্যের স্বরূপ চিহ্নিত করার চেষ্টা করব।

মনসামঙ্গল ঙ ছ^{৪} অ^{৬} ন ঞ { ড অ অ$^{১.৯}$ উ^{৫} + ইতি }

চণ্ডীমঙ্গল ঙ ছ^{৪} ঐ^{৪} ঐ^{৪} ন : ঞ ড { ড অ অ. উ^{১} + ইতি }

ধর্মমঙ্গল ঙ ছ^{৪} চ ন^{২} ম আ$^{১২.১৯.২০}$ { ঢ. ই^{১} উ অ অ + ইতি }

উপরিবর্ণিত ক্রিয়াশীলতাগুলির মধ্যে ঙ ছ^{৪} ন অ অ এবং উ এই সংকেতগুলি অপরিবর্তনীয় থাকলেও বাকি ক্রিয়াশীলতাগুলির মধ্যে স্থানিক পরিবর্তনের ফলে কাহিনি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তথাপি প্রতিটি কাহিনির শেষে '+ ইতি' উল্লেখের দ্বারা কাহিনির ইতিবাচক ফলাফল অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আপাতত কথা শেষ, তবে এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে— সংগঠনতত্ত্বের কাজই হল, পরিমিত ছকের ভিত্তিতে কাহিনির গঠন বিশ্লেষণ করা। আমরাও ঠিক সেই রীতি অনুসরণ করে লোকসাহিত্য বিশ্লেষণের দুটি মাত্র পদ্ধতিকে (মোটিফ ও ক্রিয়াশীলতা) যথাসম্ভব ব্যবহার করেছি বাংলা মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে। স্থানাভাবে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত প্রধান ও অপ্রধান ধারাগুলোর মধ্যে কেবল প্রধান ও উল্লেখযোগ্য কবির রচনাকেই ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই ধরনের সংগঠধর্মী আলোচনাই পারে প্রথানুগ বাংলা মঙ্গলকাব্যের আলোচনায় নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মনসামঙ্গল, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০।
২. সুকুমার সেন সম্পাদিত, বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, এশিয়াটিক সোসাইটি।
৩. সুকুমার সেন সম্পাদিত, কবিকঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য আকাদেমি, নয়াদিল্লি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১।
৪. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৪০৬।
৫. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা, লেখাপড়া।
৬. অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলকাতা, ভারবি, ১৩৯২।
৭. পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রী ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২।
৮. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর, পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, ঢাকা বাংলা একাডেমি, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৩।

৯. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি।
১০. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, দশম পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০০২।
১১. দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স, কলকাতা, কথাছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০০।
১২. অভিজিৎ মজুমদার সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল (আখেটিক খণ্ড), কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫।
১৩. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২।
১৪. পল্লব সেনগুপ্ত, লোককথার অন্তর্লোক, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৫ আগস্ট, ২০০০।

সহায়ক পত্রপত্রিকা

১. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা: পদ্ধতিবিদ্যা সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা।
২. দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮৫।
৩. নন্দিতা বসুর প্রবন্ধ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৫।
৪. সত্যবতী গিরি ও সনৎকুমার নস্কর সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০২।
৫. মৃণাল নাথ সম্পাদিত, ভাষা, কলকাতা, ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা (নবপর্যায়) জানুয়ারি-জুন ২০০৪।